দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ সহশিক্ষা

আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও সহশিক্ষা আতংকের বিষয় ছিল। পুরুষ এবং মেয়েদের মধ্যে এমন একটা পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছিল যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে তাদের একসাথে দেখার কল্পনাও করা যায়নি। যুগের পরিবর্তনে আমাদের জীবন যুদ্ধ এতই কঠোর হয়ে পড়েছে যে, ঘরের মেয়েদেরও আজকাল উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করে বাইরে পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজকাল সহশিক্ষা কথাটা এমন আতংকের বস্তু নয়। প্রাচীন পন্থীরা সাধারণত সহশিক্ষার বিপক্ষে বলে থাকেন। তাঁদের মত এই যে, পাশ্চত্য দেশের মত আমাদের দেশে সহশিক্ষার প্রচলন সম্ভব নয়। ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়াশুনা করলে নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিতে পারে। নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র যথেষ্ট স্কুল কলেজ আমাদের দেশে নেই। এজন্য নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হলে সহশিক্ষা ছাড়া উপায় কি? কয়জন লোক বাড়ীতে শিক্ষক রেখে পড়াতে পারেন। ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের একসাথে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তাদের মধ্যে ভাই-বোনের ন্যায় সহঅবস্থান বোধ গড়ে উঠবে। কুচিন্তা তাদের মনকে কুলষিত করতে পারবে না। দিনের পর দিন জীবন যুদ্ধ যেভাবে কঠোর হয়ে চলেছে তাতে নারী-পুরুষকে যে চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমানে অনেক মেয়ে শিক্ষিতা হয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি চাকরি করছেন। অনেক মেয়ে মুনসেফ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ বিভাগে সহকারী পুলিশ সুপার পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছেন।

মেয়েদের উৎসাহ-উদ্যম বাড়ছে পুরুষের পাশাপাশি চাকরিতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য। এটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নেই। এ পর্যন্ত কোন চাকুরেদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের কলুষতা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে মনে করি না। সহশিক্ষার ফলে স্ত্রী শিক্ষাও বাড়বে। শিক্ষিত মায়ের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই দেশের মঙ্গল হবে। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের সময় হতেই স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন বেশী করে বাড়তে থাকে। তিনি বুঝেছিলেন যে, মাতৃজাতি শিক্ষিত না হলে ঘরে-বাইরে সমভাবে সুখ-শান্তি আসতে পারে না।

প্রাচীনকালে নানান কুসংস্কারের জন্য স্ত্রী শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। তাই বিশেষকরে মুসলমান নারীরা পশ্চাৎপদ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন অবরোধবাসিনী। তিনি অতি কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলেন, শিক্ষাই যে জাতির মেরুদণ্ড তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই নারী শিক্ষায় আজ এই অগ্রগতি। সব শেষে কবির কথায়— বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

—মুহাম্মদ আবদুস শহীদ।